প্রেমাতাল

মৌরি মরিয়ম

অধ্যয়ন

একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

প্রেমাতাল
মৌরি মরিয়ম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

অধ্যয়ন প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অধ্যয়ন : ===

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
সাদিতউজজামান

অলংকরণ
রূপক রাসেল

কম্পোজ
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টার্স
৩৭ আর এম দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৯৮০.০০

PREMATAL By : Mouri Morium
Addhayan First Published : February 2023 by Tasnova Adiba Shanjute,
Addhayan Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 980.00

ISBN-===

উ ৎ স র্গ

যাঁর কাছ থেকে বই পড়ার নেশা পেয়েছি
আমার মা
—মনজু বেগম

ভূমিকা

২০১৬ সালের এক রাতে ঘুম আসছিল না বলে সময় কাটনোর জন্য একটা ছোটোগল্প লিখেছিলাম। গল্পের চরিত্ররাও আমার মতো নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছিল। তাই গল্পের নাম দিলাম 'একটি নির্ঘুম রাতের গল্প'। তারপর কী মনে করে যেন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করি। পড়ার পর পাঠকরা গল্পটি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে লাগল, তারা জানতে চায়, এরপর কী হয়েছে। কিন্তু কীভাবে বাড়াব! এটা ছোটো একটা গল্প, এটুকুই তো শুধু ভেবেছি। এমন সময় ভাবনা আসে, আমি খুব ভ্রমণপিপাসু একজন মানুষ। এত ঘোরাঘুরি করি অথচ এ বিষয়ে কখনো কিছু লিখিনি। লেখা উচিত আমার। তারপর আরও দুদিন ভাবলাম, পুরো গল্পটা মাথায় সাজিয়ে নিলাম। এরপর সেই ছোটোগল্পটাকে প্রথম পর্ব হিসেবে রেখে বাকিটা লেখা শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে সেটি রূপ নিল বর্তমান প্রেমাতাল-এর।

ছোটোবেলা থেকেই আমি খুব কল্পনাপ্রবণ। সারাক্ষণই কিছু না কিছু ভাবতে থাকি। মনে হয় আমার জীবনটা এখন যেমন, তেমন না হয়ে যদি অন্যরকম হতো? সেই অন্যরকমকে যে আমি কতরকম ভাবি তার কোনো হিসেব আমার কাছেও নেই। কল্পনার সেসব অন্যরকম জীবনগুলোই দিনে দিনে হয়ে ওঠে এক-একটি উপন্যাস। 'প্রেমাতাল' আমার লেখা প্রথম উপন্যাস না হলেও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ধন্যবাদ 'মৌরি'স নভেলস' গ্রুপের সকল পাঠককে যারা সবসময় আমাকে লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন।

মৌরি মরিয়ম
খিলগাঁও, ঢাকা

ঘড়িতে রাত ১২:৫৬। অনেকক্ষণ যাবৎ ফোনটা বেজে চলেছে, ফোন ধরার সাহস পাচ্ছে না তিতির। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে কারণ মুগ্ধ ফোন করেছে। একটা সময় আর থাকতে না পেরে ধরেই ফেলল,

'হ্যালো!'

মুগ্ধ গম্ভীর গলায় বলল, 'যাক, অবশেষে দয়া হলো ফোনটা ধরার।'

'আমি ফোনের কাছে ছিলাম না।'

'আচ্ছা? তাই নাকি! আর সেদিন যে সারা রাত কল দিলাম, সেদিন ধরোনি কেন?'

মুগ্ধর গলায় স্পষ্ট রাগ। তিতির দায়সারা উত্তর দিলো, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'মিথ্যে বোলো না, অন্তত আমার কাছে।'

'আসলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে তো পরদিন সকালের ফোনটাও ধরতাম না।'

'সকালে ধরে লাভ কী? অফিসে থাকলে কি কথা বলা সম্ভব?'

'এখন কী বলবে বলো?'

মুগ্ধ এবার গলা নামিয়ে বলল, 'কাল কি তুমি আমাদের এদিকে এসেছিলে?'

চমকে উঠল তিতির, হ্যাঁ সে গিয়েছিল শুধু দূর থেকে মুগ্ধকে একবার দেখার জন্য। কিন্তু মুগ্ধ তো তাকে দেখেনি। তাহলে? অবাক হবার ভান করে বলল, 'কই না তো। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কাল সকালে যখন বেরিয়েছি, কেন যেন মনে হচ্ছিল তুমি ওখানে ছিলে!'

'না, আমি কাল সকালে বাসাতেই ছিলাম।'

'ও! আমি অবশ্য কোথাও তোমাকে দেখতে পাইনি। তবু মানুষের মন তো, অনেকসময় অনেক কিছু ভেবে ফেলে। তাছাড়া ইদানীং তোমাকে বড্ড বেশি মনে পড়ে।'

তিতির মনে মনে ভাবতে লাগল, মুগ্ধ তাকে দেখতে না পেয়েও কীভাবে বুঝল। এটা কি ওর ভালোবাসার জোর? নাকি টেলিপ্যাথি? মুখে বলল, 'এটা তোমার আমাকে কল দেওয়ার একটা ছুতো মাত্র।'

'তোমাকে কল করতে আমার কোনো ছুতো লাগে না, মন চাইলেই সবসময় করি না, কারণ আমি জানি ফোন রাখার পরই প্রতিবার কেঁদে সমুদ্র বানিয়ে ফেলো তুমি।'

'অযথা কাঁদব কেন? চোখের জল এত সস্তা না আমার।'

'চোখের জল বাজারে বেচা-কেনা হয় না, যে তার দাম বিচার করবে!'

'আর কিছু বলবে?'

'বলব। তুমি কী কী কারণে কোন কোন পরিস্থিতিতে কতটা কাঁদতে পারো তা অন্তত আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।' বলেই হাসল মুগ্ধ।

রাগে তিতিরের শরীর জ্বলে গেল। বলল, 'পুরোনো কথা তুলছো কেন?'

'পুরোনো কথা কোথায় তুললাম? পুরোনো কথা তুললে তো তোমাকে মনে করিয়ে দিতাম তুমি আমাকে কীভাবে আদর করতে।'

'তুমি টপিক চেঞ্জ না করলে আমি ফোনটা রাখতে বাধ্য হব।'

'তুমি চাইলেও এখন ফোন রাখতে পারবে না। কারণ তোমার ভেতরে যে আরেক তিতির বাস করে সে রাখতে দেবে না।'

রাগে অভিমানে কান্না পেল তিতিরের। কেন যে মুগ্ধ এমন করে! সে কান্না চাপানোর চেষ্টা করল।

মুগ্ধ বলল, 'তুমি কি এখন কাঁদতে বসলে নাকি? কাঁদলে কিন্তু এখনই চলে যাব তোমার বাসায়, দুই গালে দুটো চড় মেরে আসব।'

'আমার অত ঠেকা পড়েনি যে আমি তোমার জন্য বসে বসে কাঁদব। নিজেকে কী মনে করো তুমি?'

'নিজেকে রাজপুত্র মনে করি, তুমি আরেক রাজ্যের রাজকন্যা। শত্রুপক্ষ রাজামশাইয়ের মন বিষিয়ে দিয়েছেন। এখন এ হতভাগার হাতে আর কিছুই নেই।'

তিতির বিরক্তমুখে বলল, 'এত বেহায়াপনা করতে কি তোমার একটুও লজ্জা লাগে না?'

'আমার লজ্জাশরম আগেও ছিল না, এখনো নেই, বিন্দুমাত্র নেই। তুমি তো জানোই।'

'নূন্যতম এতটুকু লজ্জা থাকা উচিত যতটুকু থাকলে মানুষ বেহায়া বলবে না।'

মুগ্ধ দরাজ গলায় বলল, 'একটু বেহায়া হয়েও যদি তোমাকে পাওয়া যায়, সেটুকু বেহায়া আমি হাজারবার হতে পারি।'

চোখের জল মুছে পানি খেয়ে গলাটা স্বাভাবিক করল তিতির, মুগ্ধকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া যাবে না।

মুগ্ধ ডাকল, 'তিতির'

'বলো।'

'তুমি আমার কাছে চলে এসো প্লিজ। আমার পরিবারে তো কোনো সমস্যা নেই, সবাই তোমাকে পছন্দ করে। একবার আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তোমার পরিবারের সবাই ঠিকই মেনে নেবে।'

'আবার সেই পুরোনো কথা! তুমি কেন বোঝো না সেটা সম্ভব হলে তো আরো অনেক আগেই করতাম।'

মুগ্ধ দৃঢ় বিশ্বাসে বলল, 'তুমি সম্ভব করলেই হবে।'

আবার বিরক্ত হলো তিতির, 'আচ্ছা একই কথা বলতে বলতে তুমি কি ক্লান্ত হও না?'

মনটা খারাপ হয়ে গেল মুগ্ধর। বলল, 'কেন তুমি অভিনয় করছ? তুমিও তো আমাকে ছাড়া ভালো নেই।'

'মোটেই অভিনয় করছি না। অনেক ভালো আছি আমি।'

'প্লিজ তিতির, এরকম কোরো না। একা থাকতে থাকতে আমি বড্ড ক্লান্ত। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।'

'আমার কিছু করার নেই। আমার ফ্যামিলির কথা আমাকে ভাবতেই হবে। তোমাকে আগেও বলেছি। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।'

'আর কত চেষ্টা করব? তাদের রাজি করানোর সব চেষ্টাই তো করেছি। তারা যা বলেছেন, তাই করেছি। আর কী করতে হবে জিজ্ঞেস করো।'

'তবু যখন মানছেন না, তখন এত চেষ্টাইবা তুমি করছ কেন?'

'কারণ, এখনো আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

তিতিরের বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল। মুখে বলল, 'এসব কথায় আজকাল আর আমার ভেতরে কিছু হয় না।'

'কিছু হওয়ানোর জন্য বলিনি তিতির। একটু বোঝো আমাকে। তুমিই না আমাকে সবচেয়ে বেশি বুঝতে!'

'দিন বদলেছে তো। আজকাল অত কাউকেই বুঝি না। বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি।'

'এত কঠিন হওয়ার ভান করছ কেন?'

'আমি ভানটান করি না, তুমি সেটা জানো। আমি কঠিনই হয়ে গিয়েছি।'

'আমাদের একসাথে কাটানো মিষ্টি সময়গুলো, স্মৃতিগুলো ভুলে গিয়েছ?'

'ভোলা উচিত। এসব মনে রেখে কোনো লাভ তো নেই।'

'পারবে ভুলতে?'

'না পারার কী হলো? মানুষ পারে না এমন কোনোকিছুই নেই পৃথিবীতে।'

'তাহলে বিয়ে করছ না কেন?'

'আমার এখনো বিয়ে করার বয়স হয়নি তাই, আগে তো পড়াশোনা শেষ হোক।'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

'তোমার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, এজন্যই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিয়ে করো, বউ আসলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মুগ্ধ হেসে বলল, 'আমি অন্য কাউকে বিয়ে করলে তুমি সহ্য করতে পারবে? তাছাড়া আমার শরীরে তোমার যত খামচি আর কামড়ের দাগ আছে তা নিয়ে কি অন্য মেয়েকে বিয়ে করা যায়? করলেও এসব দাগ দেখলে আমাকে জুতোপেটা করে ডিভোর্স দিয়ে দেবে।'

তিতিরের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি কী করবে না-করবে তুমি ভালো জানো। তোমার জীবন, তোমার সিদ্ধান্ত।'

'সেজন্যই এখনো অপেক্ষা করছি।'

'অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। আমি কখনো পালাব না।'

'তাহলে তোমার ভাইয়াকে আরেকবার ধোলাই দেই, কি বলো? এবার আর ৩ দিন না, ৩০ দিন হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করে দিই।'

'কী বললে তুমি?' চেঁচিয়ে বলল তিতির।

মুগ্ধ বলল, 'সেই কত বছর আগে ওর সাথে আমার একটা সমস্যা হয়েছিল। সেটা ধরে এখনো বসে থাকবে কেন?'

'এখন রাখছি, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।'

হাসল মুগ্ধ। তিতির বলল, 'হাসছ কেন?'

'এমনি।'

তিতির আর কথা বাড়াতে চাইলো না। বলল, 'রাখছি গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

তারপরও কেউ ফোন কাটল না। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে ফোনটা ধরে রইল। অনেক সময় শুধু নীরবতাই পারে নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের অব্যক্ত কথাগুলো আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিতে।

অতঃপর মুগ্ধ বলল, 'রাখো।'

ফোন রেখেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তিতির। নিজের চুল ছিঁড়ল, হাত কামড়াল, ওড়নাটাও ছিঁড়ে কুটিকুটি করল, তবুও রাগ কমলো না। ঠিক তখনই হঠাৎ একটা মেসেজ এলো। হ্যাঁ, মুগ্ধই পাঠিয়েছে।

'শান্ত হও, আমি এখনো মরে যাইনি যে তোমাকে এভাবে কাঁদতে হবে। আর তোমাকে একটা অডিও মেইল করেছি, শুনবে একবার?'

তড়িঘড়ি করে মেইল চেক কলল তিতির। অডিওটা প্লে করতেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

মুগ্ধ গাইছে রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সেই বিখ্যাত গানটি–

'আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে,
আছ তুমি হৃদয় জুড়ে...
ভালো আছি ভালো থেকো
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।'

তিতির নিশ্চয়ই গানটা শুনছে এখন। শুনে হয়তো কাঁদছে, কিন্তু শান্তি তো পাচ্ছে! এটাই অনেক। মুগ্ধ কি একটা মেসেজ করবে? তিতির নিশ্চয়ই উত্তর দেবে না। অযথা মনটা আরও খারাপ হয়ে যাবে। তবুও সে মেসেজ একটা করেই ফেলল, 'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল শুধু একটা উত্তর আসার জন্য। কিন্তু এলো না। ওদিকে তিতিরের সারা রাত কান্নাকাটি চলল, সাথে চলল গানটাও। গানটা শুনতে শুনতে ভাবছিল ওদের প্রথম পরিচয়ের কথা। আহা! কী মিষ্টিই না ছিল মুহূর্তগুলো! তিতিরের সাথে মুগ্ধর পরিচয় হয়েছিল একটু অন্যরকমভাবে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে ২০১০ সালে 'চলো হারাই' নামক এক ট্র্যাভেল এজেন্সির একটা ট্যুরে প্রথম দেখা হয়েছিল। গন্তব্য ছিল বান্দরবানের নাফাখুম। তিতির এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে অবসর কাটাচ্ছিল। মুগ্ধ তখন মাস্টার্স লাস্ট সেমিস্টারে। ওটা ছিল পরিবার ছাড়া তিতিরের দ্বিতীয় ট্যুর। প্রথমবার সিলেট গিয়েছিল কলেজ থেকে। তিতির অবশ্যই খুব ভাগ্যবতী যে তার পরিবার তাকে সব ধরনের স্বাধীনতা দিত, যা অন্য অনেক মেয়েরাই পায় না।

টেলিভিশনে বান্দরবানের এক অপার সৌন্দর্য নাফাখুম জলপ্রপাত দেখে তিতিরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার জন্য। তার কিছুদিন পরই 'চলো হারাই'-এর ওই ইভেন্টের কথা জানতে পারল। সাথে সাথে বাবাকে দেখাল। তিতিরের বাবা রাফায়েত আলম একটু দোনোমনা করছিলেন কিন্তু বড়

ভাই তান্না বলল, 'ওকে যেতে দাও বাবা। আমার তখন ফাইনাল পরীক্ষা চলবে, না হলে আমিও যেতাম। তুমি চিন্তা কোরো না তো, আমি জানি আমার বোন যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তাছাড়া যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে সে রক্ষা করতে জানে, আর এজন্যই আমি তাকে নিয়ে গর্ববোধ করি!'

সময়টা ছিল নভেম্বর মাস, শীতের শুরু। রাত ১০টায় বান্দরবানের উদ্দেশে বাস ছাড়বে। রাফায়েত আলম ও তান্না তিতিরকে বাসে তুলে দিলো।

বাসে উঠে ইভেন্টের আয়োজক সাফি ও দোলাকে ডেকে তিতির বলল, 'রেজিস্ট্রেশনের সময় আমি বলেছিলাম যে জানালার পাশে সিট চাই!'

দোলা চিন্তায় পড়ে গেল। বলল, 'তাই নাকি? কিন্তু তোমার রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী এ সিটটাই তো তোমার! আচ্ছা যাই হোক, হয়তো কোনো ভুল হয়ে গেছে। এই সিটটা যার সে আসুক আমি তার সাথে কথা বলে দেখি!'

তিতির হেসে বলল, 'আচ্ছা আপু, থ্যাংকস!'

দোলা চলে গেল। শীতের মৃদুমন্দ বাতাসে তিতিরের হালকা শীত করছিল, কিন্তু জানালাটা বন্ধ করতে ইচ্ছে হলো না। তাই ওড়নাটা মাথায় পেঁচিয়ে নিল। সিটটা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। ওড়নায় তার মুখটা ঢাকা। খুব ভালো লাগছিল। মুক্ত লাগছিল নিজেকে! আগামী ১০ দিন সে একটা অন্য জগতে থাকবে। তার স্বপ্নের জগৎ! যেখানে থাকবে শুধু প্রকৃতি, শুধু সৌন্দর্য। থাকবে না কোনো নাগরিক কোলাহল! হঠাৎ একটা ডাক তার ভাবনার রাশ টেনে ধরল, 'এক্সিউজ মি!'

তিতির তাকাতেই দেখতে পেল একটা ছেলে ব্যাকপ্যাক হাতে দাঁড়িয়ে! ছেলেটি বলল, 'আপনার পাশের সিটটা আমার, আমি কি বসতে পারি?'

তিতির ছেলেটির ম্যানার্স দেখে মুগ্ধ হলো। কিন্তু তারপর হঠাৎই খেয়াল হলো তার পানির ফ্লাস্কটা পড়ে ছিল পাশের সিটে। ও আচ্ছা, ম্যানার্সের কিছু নয় তাহলে, ভদ্রভাবে পানির ফ্লাস্কটা সরাতে বলছে। সে ফ্লাস্কটা সরিয়ে বলল, 'শিওর, বসুন।'

'থ্যাংকস।'

ছেলেটি নিজের ব্যাকপ্যাক ওপরে ওঠিয়ে দিয়ে বসল। তিতির মনে মনে ভাবল, ছেলেটি যদি গায়ে পড়া হয় আর সারা রাস্তা প্যাঁচাল পেড়ে তার মাথা খারাপ করে দেয়! সিনেমা দেখে দেখে তো ছেলেরা লম্বা জার্নিতে মেয়েদের সাথে লাইন মারার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়! তারপর ভাবল গান শুনুক আর না শুনুক হেডফোন কানে দিয়ে রাখুক যাতে ছেলেটি কথা বলার সুযোগ না পায়। তার ভাবনা শেষ না হতেই দেখল ছেলেটি নিজের গলায় ঝোলানো হেডফোনটা কানে দিয়ে সিট এলিয়ে শুয়ে পড়ল! যাক বাবা বাঁচা গেল! তার মানে ছেলেটা তার সাথে অযথা প্যাঁচাল পাড়বে না।

বাস ছেড়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর একজন লোক সবার রেজিস্ট্রেশন কার্ড চেক করতে লাগল। ছেলেটি হেডফোন খুলতেই তিতির তাকে বলল, 'এক্সকিউজ মি!'

'হ্যাঁ, বলুন!'

'আসলে, এই সিটটা আপনার আর আপনি যেটাতে বসেছেন ওটা আমার।'

'ও, সরি আমি খেয়াল করিনি। আপনি কি আপনার সিটে আসতে চাচ্ছেন?'

'না না, আমি বলতে চাচ্ছি আমি কি এই সিটে বসেই পুরোটা পথ যেতে পারি? আসলে আমার ভেতরের দিকে বসলে অস্বস্তি লাগে। তাই আমি রেজিস্ট্রেশনের সময় বলেছিলাম জানালার পাশে সিট লাগবে আমার। ওনারা কেন দিলো না বুঝলাম না।'

'ইটস ওকে! আপনি বসুন, আমার অসুবিধা নেই!'

এরপর চেকার এসে তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড চেক করে গেল।

তারপর সাফি আর দোলা ট্যুরের বিস্তারিত জানালো। দোলা শুরু করেছিল, 'প্রিয় ট্রাভেলার ভাই ও বোনেরা, শুভরাত্রি। আশা করছি এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল।'

এ কথা বলেই দোলা মিষ্টি একটা হাসি দিলো। সে হাসিতে তাল মিলিয়ে হেসে সাফি বলতে শুরু করল, 'ট্যুর প্ল্যান আপনারা সবাই কমবেশি জানেন, তবুও আরেকবার বলছি, আমরা কোনো তাড়াহুড়োর ট্রিপ চাইনি। দৌড়ের ওপর সব দেখা হয় ঠিকই কিন্তু উপভোগ করা যায় না, তাড়াহুড়োয় ট্যুর হয়তো হয়, ট্রাভেলিং হয় না! তার ওপর আমরা যাচ্ছি জঙ্গলে। তাই যেখানে ৬-৭ দিনে যাওয়া-আসা হয় সেখানে আমাদের ১০ দিনের প্ল্যান! আজ রাত ১টার দিকে কুমিল্লা পৌঁছে যাব, ওখানে আমরা আমাদের রাতের খাবার খেয়ে নেব। তারপর আরেকটা বিরতি পাব ৩-৪টার দিকে। সকাল ৬-৭টার মধ্যে আমরা বান্দরবান শহরে পৌঁছে যাব। তারপর নাশতা করে ওখান থেকে জিপে করে সোজা থানচি। পথে নীলগিরি, চিম্বুক পড়বে, ১০ মিনিটের জন্য সেসব জায়গায় ঢুঁ মারব। তারপর আবার যাত্রা শুরু! থানচি পৌঁছাতে আমাদের দুপুর হয়ে যাবে। দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নেব। যেহেতু থানচির পর আর কোনো বাজারঘাট পাব না, তাই থানচি থেকেই পুরো ১০ দিনের বাজার করতে হবে। বিকালটা আমরা বাজার করে আর পাশের একটা ছোট জলপ্রপাত ঘুরে কাটাব। সন্ধ্যায় বার-বি-কিউ হবে। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাব, যাতে সকাল-সকাল উঠতে পারি। আর থানচিতে কিন্তু আমরা তাঁবুতে থাকব। পরদিন সকালে আমরা আবার রওনা দেবো। এবার যাব নৌকায় করে, গাড়ির রাস্তা থানচিতেই শেষ। রওনা দেওয়ার আগে সবাই বাড়িতে কথা বলে নেবেন। কারণ, থানচির পর থেকে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। নৌকায় করে আমরা

যেখানে পৌঁছাব সেই জায়গার নাম রেমাক্রি। রেমাক্রি থেকে তিন ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা পৌঁছাব আমাদের স্বপ্নের নাফাখুম জলপ্রপাতে। আমরা ওই রাতটা পাশের পাহাড়ি গ্রামে কাটাব। কাছের আরও দুটো জলপ্রপাত দেখব পরেরদিন। তারপর যেভাবে গিয়েছি ওভাবেই ফিরে আসব। আশা করি, এ যাত্রার জন্য আপনারা সকলেই মানসিকভাবে প্রস্তুত। সকলের কাছে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব আশা করছি।

এখন আমরা আর অপরিচিত নই, আমরা এখন একটা পরিবার। গ্রুপের কোনো সদস্য অন্য সদস্যকে কোনো বিষয়ে হ্যারাস করবেন না, ছোটো করবেন না। যদি কারো নেগেটিভ আচরণ দেখা যায় তাহলে তাকে ওই মুহূর্তে ওই জায়গায় ফেলে আমরা চলে যাব। রান্নাবান্না সাধারণত মাঝিরাই করে। কিন্তু মাঝিদের আমরা সবাই সাহায্য করব, মনে রাখবেন দশের লাঠি একের বোঝা। রেমাক্রির পর থেকে রাস্তায় আপনাকে প্রচুর জোঁক ধরবে তাই নিজের প্রতি ও সকলের প্রতি বাড়তি খেয়াল রাখবেন। যখনই দেখবেন আপনাকে জোঁকে ধরেছে আশপাশে যারা থাকবে তাদের কাছে সাহায্য চাইবেন। আর যদি আপনি দেখেন আপনার পাশের মানুষটিকে জোঁকে ধরেছে তাহলে তাকে নিজ দায়িত্বে সাহায্য করবেন। সব শেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছি, পাহাড়িদের পোশাক বাঙালিদের মতো হয় না, দয়া করে নিজের চোখকে ও মুখকে সংযত রাখবেন। তাদের জীবনযাত্রার প্রতি সম্মান রাখবেন। মনে রাখবেন, ওখানে আমরা বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য তাদের কাছেই যেতে হবে। কারণ আবার মনে করিয়ে দিই, থানচির পর মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। এতক্ষণ ধরে আমার বকবক শোনার জন্য ধন্যবাদ, হ্যাপি ট্রাভেলিং!'

তারপর আবার সেই এক ঘটনা। ছেলেটি হেডফোন কানে গুঁজে দিলো। তিতির জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ একটা ডাক কানে এলো, 'এক্সকিউজ মি। এক্সকিউজ মি! এই যে শুনছেন?'

তিতির চোখ মেলে দেখল পাশের ছেলেটি তাকে ডাকছে, কখন ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পায়নি! সে তাকাতেই ছেলেটা বলল, 'সবাই ডিনার করতে নেমেছে। আমিও যাচ্ছি। আপনি বাসে একা ঘুমাবেন, তাই ডাকলাম। কিছু মনে করবেন না।'

তিতির দেখল পুরো বাসে কেউ নেই। বলল, 'থ্যাংকস! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি।'

'হ্যাঁ, ভালোই ঘুম আপনার, একটু আগে তো সাফি সবাইকে মাইকে বলল ২০-৩০ মিনিট বিরতি। এর মধ্যে ডিনার সেরে নিতে হবে। সেটাও টের পেলেন না।'

তিতির লজ্জা পেয়ে গেল। আসলেই যখন-তখন যেকোনো জায়গায় ঘুমিয়ে